প্রথম আলো
১১/০৮/২০১৫

শ্রমিকদের উৎসব ভাতা দিতে কাঠামো চায় বিকেএমইএ

নিজস্ব প্রতিবেদক

দেশের তৈরি পোশাকশিল্পের শ্রমিকদের ঈদ বোনাস বা উৎসব ভাতা দেওয়ার ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা এড়াতে সরকারকে একটি পরিপূর্ণ কাঠামো করে দেওয়ার অনুরোধ করেছে বিকেএমইএ। দীর্ঘদিন ধরে শ্রমিকনেতারাও এ রকম দাবি জানিয়ে আসছিলেন। পোশাকশিল্পের বড় দুই সংগঠনের মধ্যে বিকেএমইএ এবারই প্রথম এ বিষয়ে উদ্যোগ নিল।

আগামী মাসে অনুষ্ঠেয় ঈদুল আজহার আগেই উৎসব ভাতার ব্যাপারে পরিপূর্ণ কাঠামো চেয়ে গতকাল সোমবার শ্রম প্রতিমন্ত্রী মুজিবুল হককে চিঠি দিয়েছে নিট পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএ। তাদের বক্তব্য, ঈদের আগেই কাঠামো করা গেলে পুরো শিল্প খাতই উপকৃত হবে। তা ছাড়া ঈদের আগে উৎসব ভাতা নিয়ে যে বিশৃঙ্খলা হয়, তা থেকেও রক্ষা পাওয়া যাবে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে বিকেএমইএর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) সুলভ চৌধুরী বলেন, সংগঠনের সভাপতি সেলিম ওসমান শ্রম প্রতিমন্ত্রীর পাশাপাশি বাণিজ্যমন্ত্রী, পুলিশের মহাপরিদর্শক, শিল্প পুলিশের মহাপরিচালক, তৈরি পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ ও বস্ত্রকল মালিকদের সমিতি বিটিএমএর সভাপতিকেও চিঠি দিয়েছেন।

শ্রম আইন পর্যালোচনায় দেখা যায়, এতে শ্রমিকদের উৎসব ভাতার বিষয়ে একটি শব্দও উল্লেখ নেই। ২০১৩ সালে ঘোষিত নিম্নতম মজুরিকাঠামোতেও কিছু বলা নেই। বিজিএমইএরও নেই কোনো নিয়মকানুন। এ কারণেই মালিকপক্ষ ভাতা হিসেবে যা দেয়, তা নিয়েই শ্রমিকদের খুশি থাকতে হয়। এতেও একটি 'কিন্তু' আছে। যেমন, ঈদের আগে কার্যাদেশ কম এবং লোকসান হচ্ছে—এ ধরনের নানা অজুহাত দেখিয়ে পোশাকশিল্পের মালিকদের একটি অংশ বেতন-ভাতা দেওয়া নিয়ে টালবাহানা শুরু করেন। এ জন্য প্রতিটি ঈদের আগেই পোশাকশিল্পে শুরু হয় আন্দোলন, দেখা দেয় অস্থিরতা। শেষ পর্যন্ত অনেক শ্রমিকই বেতন-বোনাস ছাড়াই ঈদ করতে বাধ্য হন।

তৈরি পোশাকশিল্প

> বিষয়টিকে খুবই ইতিবাচক হিসেবে দেখছি আমরা। শিগগিরই এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে
>
> **মুজিবুল হক,** শ্রম প্রতিমন্ত্রী

এদিকে বিকেএমইএর পক্ষ থেকে গতকাল পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আইনে কিছু বলা না থাকলেও কারখানার মালিকেরা মানবিক বিবেচনায় শ্রমিকদের ঈদের আগে বেতনের পাশাপাশি বেসিক বা মূল বেতনের ৩৫ থেকে ৬৫ শতাংশ পর্যন্ত অতিরিক্ত অর্থ দেন। তবে কারখানাভেদে এই অর্থের পরিমাণ ভিন্ন হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রে শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়।

জানতে চাইলে বিকেএমইএর এই উদ্যোগটিকে ইতিবাচক বলে উল্লেখ করেন শ্রমিকনেতারা। এর মধ্যে জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক-কর্মচারী লীগের সভাপতি সিরাজুল ইসলাম *প্রথম আলোকে* বলেন, 'গত মজুরি বোর্ডে এই উৎসব ভাতার বিষয়টি আমরা আমাদের প্রস্তাবে উল্লেখ করেছিলাম। কিন্তু মালিকপক্ষ জোর আপত্তি করায় সেটি বাতিল হয়ে যায়। তবে দেরিতে হলেও মালিকপক্ষ বুঝতে পেরেছে। সে জন্য তাদের সাধুবাদ।'

সিরাজুল ইসলাম বলেন, শ্রম মন্ত্রণালয় বিশেষ একটি নির্দেশ দিয়ে মজুরি বোর্ডের কমিটির আদলে একটি আলাদা কমিটি গঠনের মাধ্যমে উৎসব ভাতার কাঠামো তৈরি করাতে পারে। অবশ্যই সেখানে শ্রমিক প্রতিনিধির অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। আর শ্রম আইনের বিধিমালায় বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত থাকলে বাস্তবায়ন-প্রক্রিয়া সহজ হবে।

যোগাযোগ করা হলে বিজিএমইএর সভাপতি আতিকুল ইসলাম বলেন, 'উৎসব ভাতার বিষয়ে একটি কাঠামো ও নীতিমালা আমরাও চাই। এটি হলে পোশাকশিল্পে শৃঙ্খলা ফিরে আসবে।' তিনি আরও বলেন, 'আমার জানামতে, শ্রম আইনের যে বিধিমালা সরকার এখন করছে, তাতে উৎসব ভাতার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত আছে।'

অবশ্য বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন শ্রম আইনের বিধিমালায় উৎসব ভাতার বিষয়টি পরিষ্কারভাবে উল্লেখ থাকছে না বলে জানান শ্রম প্রতিমন্ত্রী মুজিবুল হক। গতকাল রাতে তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, 'বিকেএমইএর চিঠি পেয়েছি। বিষয়টিকে খুবই ইতিবাচক হিসেবে দেখছি আমরা। শিগগিরই এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'